দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

তারিখঃ ২১-১০-২০২৪ (পৃঃ ০৬)

গঙ্গাচড়া (রংপুর) : উপজেলার মহিপুর এলাকায় ধান কাটছেন কৃষকরা —ইত্তেফাক

গঙ্গাচড়ায় আগাম জাতের ধান কাটা শুরু

■ গঙ্গাচড়া (রংপুর) সংবাদদাতা

গঙ্গাচড়ায় মঙ্গার ধান কাটা শুরু হয়েছে। আর এ ফলনে কৃষকের মুখে হাসি ফুটেছে। উপজেলার ঘরে ঘরে চলছে নবান্নের আয়োজন।

উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় কৃষকরা এবার স্বল্পমেয়াদি জাত হিসেবে ব্রি-ধান, ১৪, ৩৩, ৩৯, ৪৮, ৬২, ৭৫, ৮৭, বিনা-৭ কিংবা হাইব্রিড জাতের ধান চাষ করেছেন। আশ্বিন-কার্তিক মাসে এসব ধান কাটা যায়। দেশের উত্তরাঞ্চলে আশ্বিন-কার্তিক মাসে মঙ্গা বা অভাব দেখা দেয়। এ সময় কৃষকদের কাজ থাকে না। শ্রমিকরাও কাজ পান না। অভাব-অনটনে ধারদেনা করে পরিবার-পরিজন নিয়ে দিন কাটে তাদের। অনেকে আগাম শ্রম বিক্রি করে। কিন্তু এখন ঐ সময়টাতে স্বল্পমেয়াদি ধান আবাদ করায় তাদের আর অভাব নেই। মঙ্গার সময় এ ধান হয় বলে অনেকে মঙ্গার ধান বলেন।

উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় দেখা গেছে, কৃষকরা আগাম ধান কাটতে ব্যস্ত। হতাশা-কষ্ট ভুলে চোখে মুখে যেন হাসির ঝিলিক। গজঘণ্টা ইউনিয়নের মহিপুর গ্রামের কৃষক রবিউল ব্রি-ধান ৬২ জাতের আগাম ধান কেটে ঘরে তোলেন। তিনি বলেন, ফলন মোটামুটি ভালো হয়েছে। ধান তোলার পর ঐ জমিতে আগাম আলু লাগাবেন। গত বছরও তিনি ঐ জমিতে আগাম ধান লাগিয়েছিলেন। একই এলাকার কৃষক দুলাল বলেন, তিনি এক একর জমির বিআর-১৪ জাতের ধান কেটেছেন। ধান কাটার পর ঐ জমিতে আগাম আলু কিংবা ভুট্টা লাগাবেন। ধান ছাড়াও আগাম খড়ের চাহিদা রয়েছে। একই এলাকার কৃষক আশরাফুল জানান, তিনি দুই একর জমিতে বিআর-১৪ এবং গুটি স্বর্ণা জাতের ধান লাগিয়েছেন। ধান কেটে ঘরে তুলেছেন।

ঘরে ঘরে নবান্নের আয়োজন

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, আঞ্চলিক কার্যালয়, রংপুরের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. শহিদুল ইসলাম জানান, আগাম ধান চাষে এ অঞ্চলে কৃষিশ্রমিকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। সেই সঙ্গে কৃষকরা ধানের ন্যায্যমূল্যও পান

জানা গেছে, আশ্বিন-কার্তিক মাসে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, আঞ্চলিক কার্যালয়, রংপুর ২০০৬ সাল থেকে এ ব্যাপারে ব্যাপক প্রচারণা চালায়। এ কারণেই কৃষকদের মধ্যে আগ্রহ বেড়ে যায়। কৃষকরাও সুফল পেয়েছেন।

উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, এ বছর প্রায় ১৭ হাজার হেক্টর জমিতে আমন চাষ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩ হাজার ৪০০ হেক্টর জমিতে স্বল্পমেয়াদি ও ২ হাজার ২০০ হেক্টর জমিতে হাইব্রিড আগাম জাতের ধান লাগানো হয়েছে।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শাহিনুর ইসলাম জানান, আশ্বিন-কার্তিক মাসে এ অঞ্চলের শ্রমিকদের কাজ থাকে না। আগাম এ ধান চাষে শ্রমিকের কিছুটা কর্মসংস্থান হয়। তাছাড়া ধান কাটার পর আগাম আলু, কপি কিংবা অন্য ফসল চাষ করা যায়। তাই কৃষকদের আগাম ধান উৎপাদনে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, আঞ্চলিক কার্যালয়, রংপুরের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. শহিদুল ইসলাম জানান, আগাম ধান চাষে এ অঞ্চলে কৃষিশ্রমিকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। সেই সঙ্গে কৃষকরা ধানের ন্যায্যমূল্যও পান। গোখাদ্য সমস্যাও থাকে না।